দামুড়হুদায় টিসিবির চালে পোকা থাকার অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলায় ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) এর পণ্য বিতরণে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। বিশেষ করে নিম্নআয়ের মানুষের জন্য সরবরাহ করা চালের মান নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন উপকারভোগীরা।

বৃহস্পতিবার (২৩ এপ্রিল) উপজেলার সীমান্তবর্তী কুড়ালগাছি ইউনিয়নে টিসিবির পণ্য বিতরণের সময় বেশ কয়েকজন কার্ডধারী

অভিযোগ করেন, তাদের দেওয়া চাল নিম্নমানের এবং চালের ভেতরে ছোট ছোট পোকা পাওয়া যাচ্ছে। এতে চালটি ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়েছে বলে দাবি করেন তারা।

ভুক্তভোগী ও স্থানীয়রা জানান, স্বল্পমূল্যে চাল পাওয়ার আশায় তারা টিসিবির ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু দেওয়া চাল ধোয়ার সময়ই পোকা ভেসে ওঠে, যা খাওয়ার উপযোগী নয়। তারা এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সুদৃষ্টি কামনা করেন।

এ বিষয়ে কুড়ালগাছি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কামাল উদ্দিন বলেন, “টিসিবির পণ্য বিতরণের সঙ্গে ইউনিয়ন পরিষদের সরাসরি সম্পৃক্ততা নেই, বিষয়টি ডিলার দেখভাল করেন।”

নিম্নমানের চালের বিষয়ে ডিলারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তার কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) উবাইদুর রহমান সাহেল জানান, “সরকারি খাদ্য গুদামের চাল পোকাযুক্ত হওয়ার কথা নয়। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

মেহেরপুরে আমন ও আউশ আবাদে মাজরা পোকার আক্রমণ

মেহেরপুরে আউশ ও আমন ধানের ক্ষেতে ব্যাপক হারে মাজরাসহ বিভিন্ন পোকা আক্রমণ করেছে। পোকা দমনে ব্যর্থ হয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন কৃষকরা। সপ্তাহে একাধিকবার বিষ প্রয়োগ করেও পোকা দমন করা সম্ভব হচ্ছেনা। তীব্র গরম ও অনিয়মিত বৃষ্টিপাতের কারণে পোকার আক্রমণ বেড়েছে বলে জানিয়েছে কৃষি বিভাগ।

তবে কৃষি বিভাগ বলছে, অতিরিক্ত কীটনাশক প্রয়োগ না করে পরিমিত ব্যবহার ও আলোক ফাঁদ ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি সংরক্ষণ করতে বলা হচ্ছে ক্ষতিকর পোকা খাদক পাখিকেও।

কৃষি বিভাগের তথ্যমতে, জেলার ৫৫ হাজার হেক্টর কৃষি জমির মধ্যে প্রায় ২২ হাজার হেক্টরে আউশ এবং ২৭ হাজার হেক্টরে আমন ধান চাষ হয়। চলতি মৌসুমের শুরু থেকেই অনিয়মিত বৃষ্টিপাত ও তীব্র গরমে বাড়ছে মাজরাসহ বিভিন্ন পোকার উপদ্রব। যার ফলে আউশ ও আমন ধানের ক্ষেতে বেড়েছে মাজরাসহ বিভিন্ন পোকার আক্রমণ। কৃষকরা জমিতে সপ্তাহে দুবার কীটনাশক প্রয়োগ করেও পোকার আক্রমন ঠেকাতে পারছেন না। দিনের বেলায় কীটনাশক প্রয়োগ করলেও রাতের আধারে ধানের পাতা খেয়ে ফেলছে পোকায়।

এতে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন চাষীরা। পোকার আক্রমণ ঠেকাতে না পারলে ধানে ব্যাপক ফলন বিপর্যয়ের আশংকা করছেন চাষীরা। আউশ এবং আমন আবাদে চলে কৃষকদের সংসার। পোকার এই আক্রমণ না থামলে জেলার আউশ ও আমন ধানে বড় রকমের ক্ষতির আশঙ্কা করছেন কৃষকরা। এ অবস্থায় জেলায় খাদ্য ঘাটতি দেখা দিতে পারে বলে আশংকা তাদের।

গাংনী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ মো: ইমরান হোসেন বলেন, জেলায় বৃষ্টিপাত কম হওয়ার কারনে এবং একই জমিতে বারবার একই ফসল উৎপাদন করাই এবছর আমন ও আউশ ক্ষেতে পোকার উপদ্রব বেড়েছে। তবে, পরিমিত পরিমাণ কীটনাশক প্রয়োগ, আলোক ফাঁদ ব্যবহার ও ক্ষতিকারক পোকা খাদক পাখি সংরক্ষণসহ কৃষকদের নানা পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। আশাকরি আমাদেও পরামর্শ ফলো করছে পোকার আক্রমন কমে আসবে।